পানির জন্যে হাহাকার

শিল্পী আক্তারের কথা

পানির জন্যে হাহাকার

শিল্পী আক্তারের কথা

কৃতিত্বের স্বীকৃতি

গবেষণা সমন্বয়
মোঃ লুৎফর রহমান (আইসিসিসিএডি)

স্ক্রিপ্ট লেখক
ক্যারি ফ্রান্সম্যান

অঙ্কনশিল্পী
মেহেদী হক

প্রযোজক
ক্যারি ফ্রান্সম্যান

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান
পজিটিভনেগেটিভস

পরিচালক
ডাঃ বেঞ্জামিন ওয়ার্কু-ডিক্স

অর্থায়নে
ইনক্লুসিভ আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পটি ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স, যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বে এবং গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ রিসার্চ ফান্ডের মাধ্যমে ইউকে রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন দ্বারা অর্থায়ন করা হয়, রেফারেন্স: ইস/টি০০৮০৬৭/১

শিল্পী আক্তার, তার বয়স ৩০ বছর। প্রতিদিন সে পশুর নদী থেকে মাছের রেণুপোনা ধরে। তার বাসস্থানের চারদিকেই পানি।
কিন্তু তার চারপাশে শুধু পানি আর পানি থাকা সত্ত্বেও এক ফোঁটা পানিও খাবার উপযোগী নয়।

শিল্পী আক্তার মোংলার পৌরসভার সিগনাল টাওয়ার কলোনিতে বসবাস করে।যেখানে বসবাসকারীদের বেশ কিছু মানুষ জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে বাসস্থানচ্যুত ।

তিনি সম্প্রতি বিধবা হয়েছেন। ফলে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাকে অবশ্যই নিজের দেড় বছর বয়সী ছেলে এবং প্রতিবন্ধী মেয়ের দেখাশুনা করতে হয়।

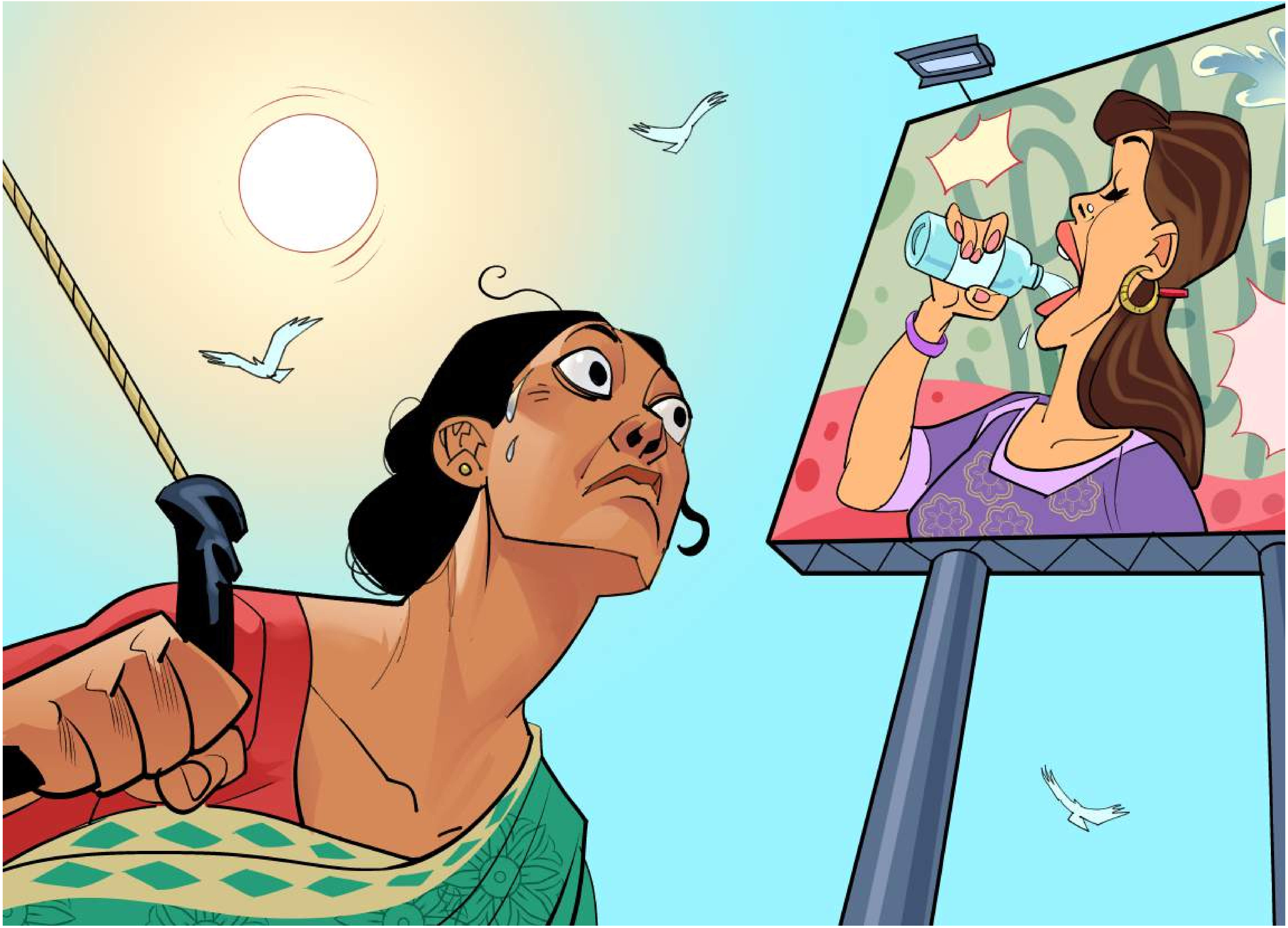

সে প্রখর সূর্যতাপের নিচে মাছ ধরে। শিল্পীকে এক গ্লাস ঠান্ডা ও বিশুদ্ধ খাবার পানি পেতে হলে অনেক রকমের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয়।

যদিও খাবার জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে রাখার একটি পুকুর আছে কিন্তু সেখান থেকে পানি আনতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে।

বিক্রেতারা পানি বিক্রি করলে তা কিনে খাবার মতো সামর্থ্য তার নেই ।

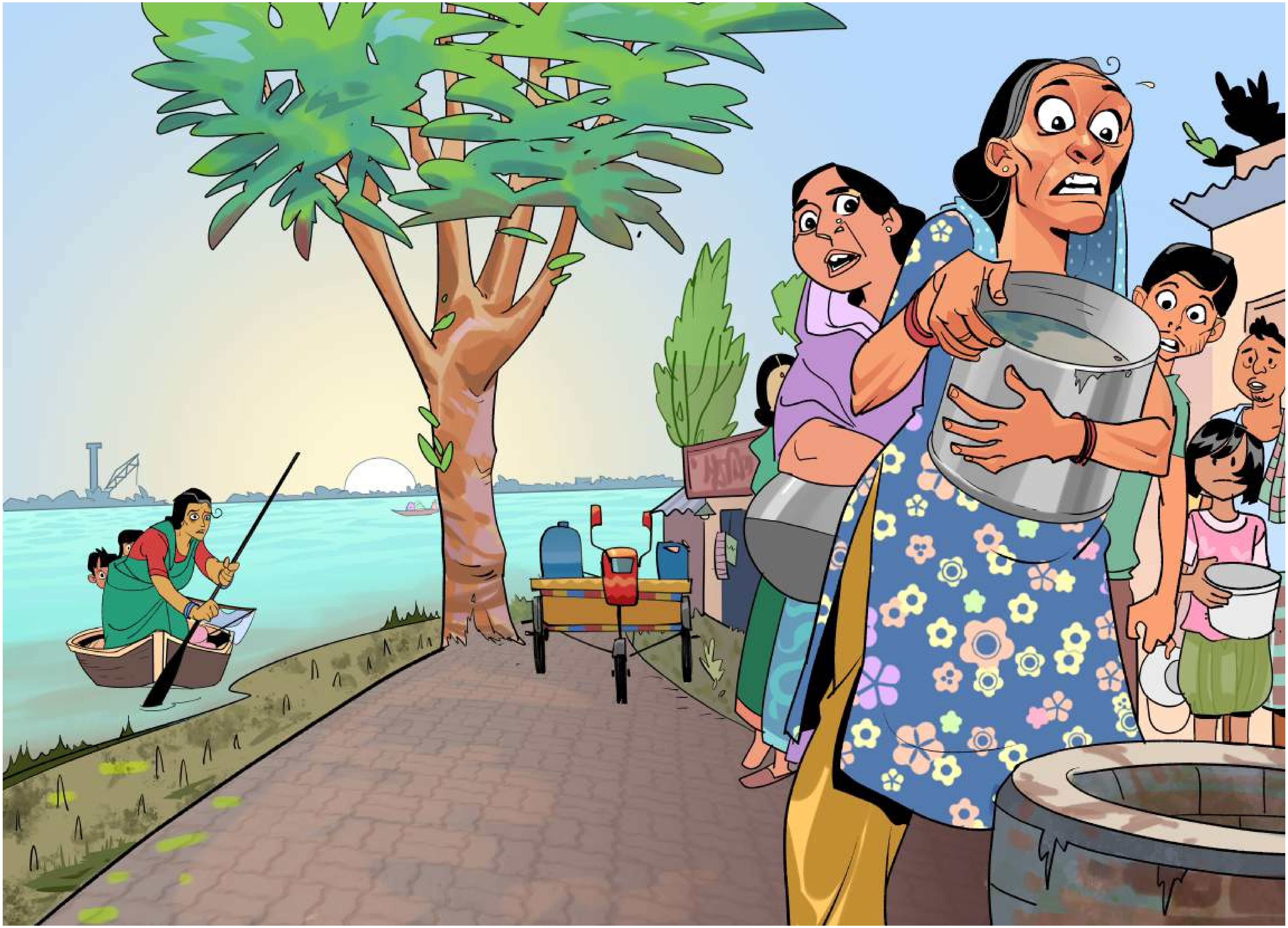

সেখানে দুইটি জায়গা রয়েছে যেখানে তারা একত্রিত হয়ে পানি সংরক্ষণ করতে পারে , কিন্তু সে পানি
সরাসরি খাবার উপযোগী নয় এবং তা অবশ্যই পরিশোধন করতে হয়।

উপরুক্ত পানির লাইনগুলোতে খুবই কম পরিমাণ পানি পাওয়া যায় এবং এটি শুধুমাত্র সকাল এবং বিকালে খুবই অল্প সময়ের জন্য সুলভ থাকে । যারা ওই অল্প সময়ের মধ্যে পানি সংগ্রহ করতে পারে না তাদেরকে পানি ছাড়াই ঘরে ফিরতে হয়।

এখানে একটি পুকুর আছে কিন্তু সেটির পানি লবণাক্ত এবং দূষিত।

গ্রীষ্মকালে এটির অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। এবং তখন ঝড় ও ভরা জোয়ারের কারণে এটির পানির গুণমান নষ্ট হয়।

সেখানে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলো বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি টাংকি দিয়েছে।

কিন্তু এটি অনেক ব্যয়বহুল এবং এটি স্থাপনের জন্য বেশ খানিকটা জায়গারও প্রয়োজন হয় যা খুব কম মানুষেরই আছে, তাই সেগুলোও তাদের জন্য যথেষ্ট নয়।

সকাল ও বিকেলে শুধুমাত্র অল্প সময়ের জন্য লাইনে পানি থাকে এমন একটি বৈধ পানির সংযোগ নিতে বাসিন্দাদের প্রায় ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকার মতো খরচ করতে হয়, যা তাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।

আর সিগন্যাল টাওয়ার কলোনির বাসিন্দারা এতটা বিপুল অর্থ ব্যয়ে আতঙ্কিত। যেহেতু তাদের ভূমির মালিকানা নেই এবং যে কোন সময়ে উচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা রয়েছে ।

তাহলে তাদের পানি সমস্যার সমাধানে কী করা উচিত? সবচেয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাধান হতে পারে যদি স্থানীয় সরকার বা পৌরসভা কর্তৃপক্ষ বৈধ পানির সংযোগ দিয়ে ও মাসিক পানির বিলে কম খরচ নেয়ার মাধ্যমে ওই এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ পানি পরিষেবা পাবার ব্যবস্থা করে দেয়।

এছাড়া বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের পুকুরও তাদের সাহায্য করতে পারে।

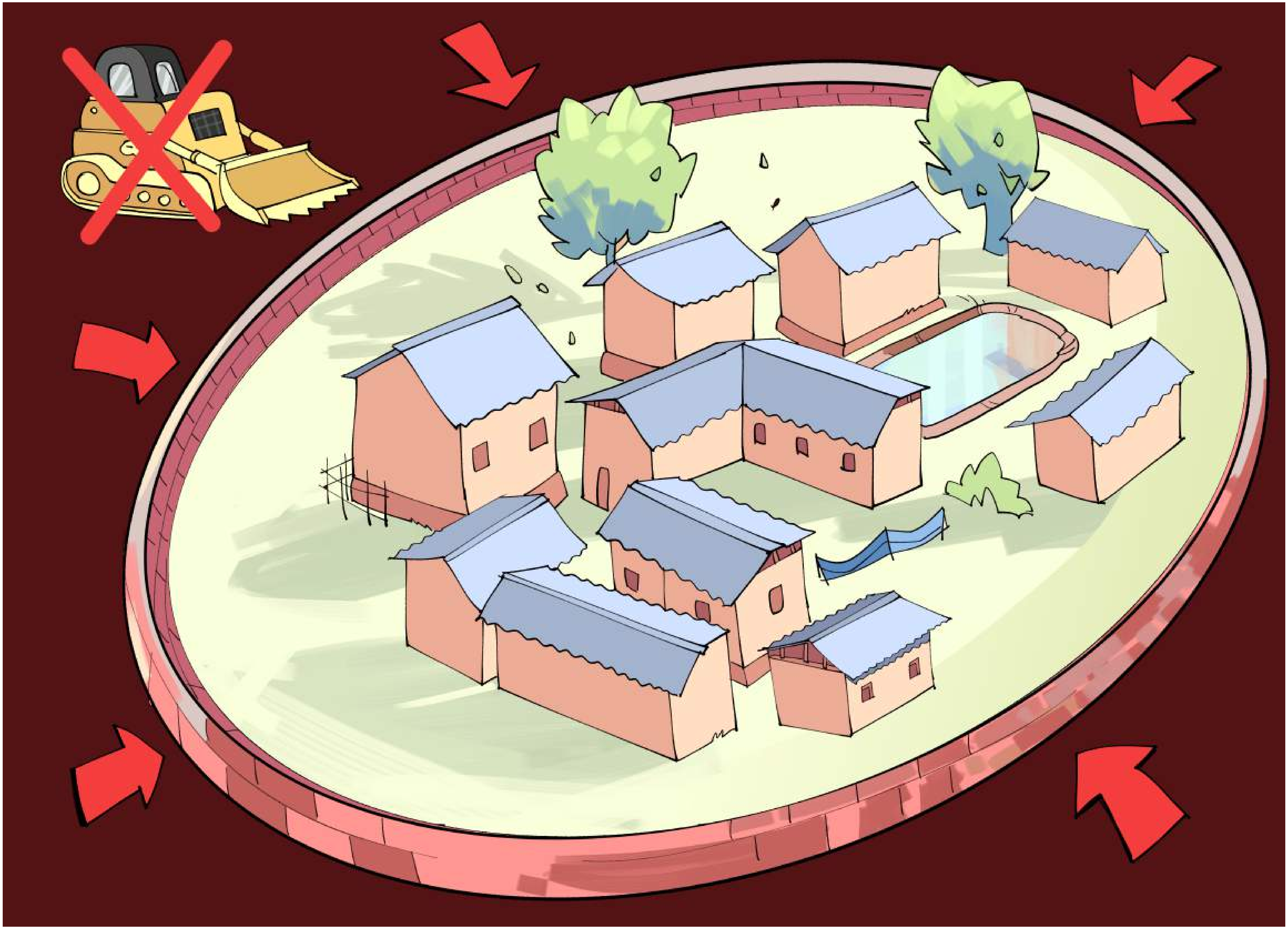

যদি তারা সরকারি ও বেসরকারি সেবাদাতাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পায়।

এছাড়াও স্থায়ীভাবে বসবাসের নিরাপত্তা পেলে তারা নিরাপদ পানির জন্য বিনিয়োগ করতে এবং
এই এলাকাতে স্থায়ী হবার মত সক্ষম হয়ে উঠবে।

এক্ষেত্রে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের টাংকি স্থাপনের মূল খরচের ৯০% সরকারী ও বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রদান করার প্রয়োজন পরবে এবং বাসিন্দারা মোট খরচের বাকী ১০% নিজেরা ভাগাভাগি করে প্রদান করবে।

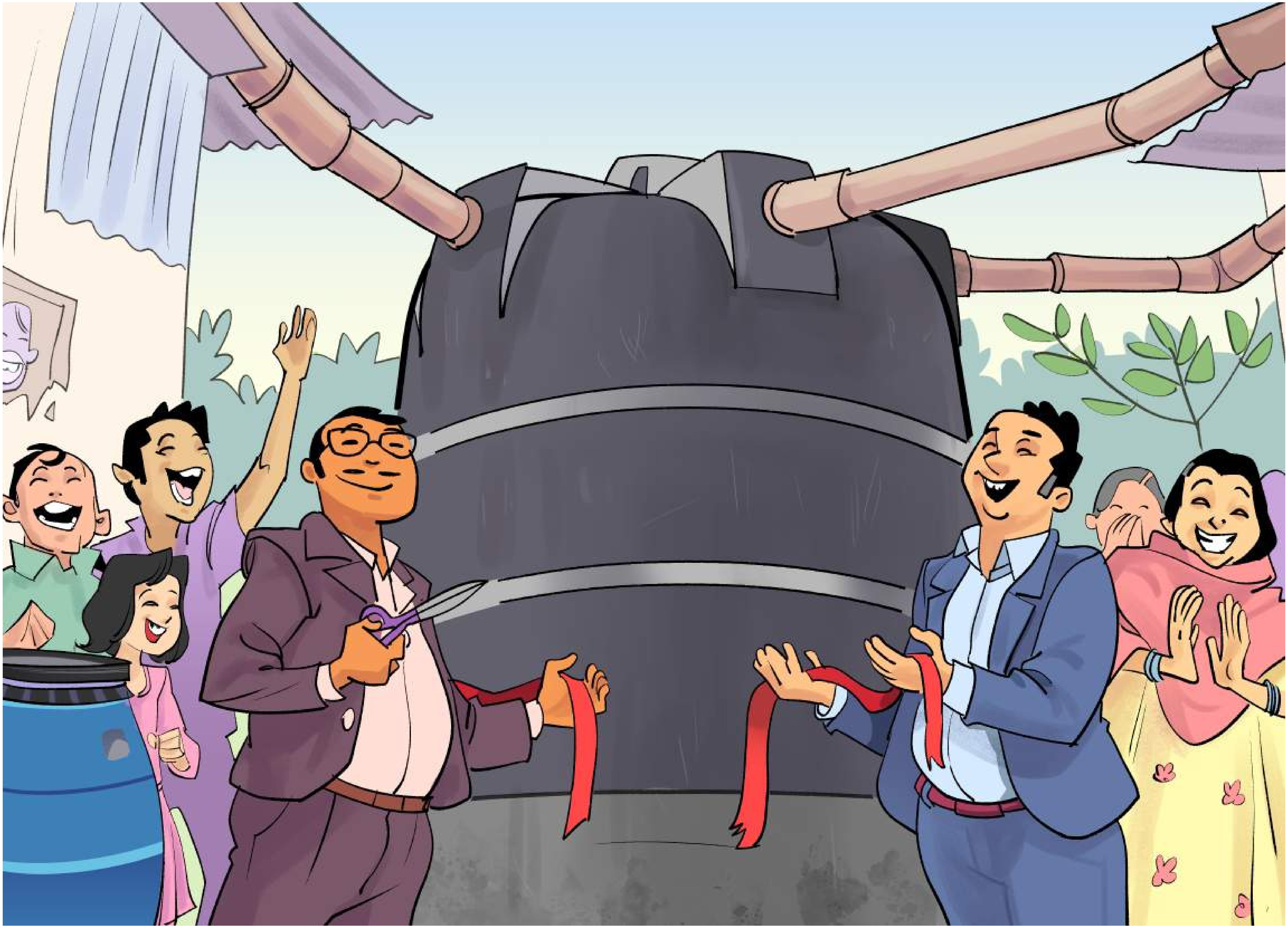

অথবা বাসিন্দারা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি দল একেকটি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের টাংকি হতে সেবা গ্রহণ করতে পারে।

আরেকটি সমাধান হতে পারে তাদের প্রতিটি বাড়িতে একটি করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ট্যাংকি প্রদান করা।
অর্থাৎ এটি হতে পারে প্রতিটি বাসিন্দার কাছ থেকে এক ধরণের আংশিক বিনিয়োগ। কিন্তু যদি সরকারি ও
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো মোট খরচের প্রায় ৯৫% প্রদান করে, তবে বাসিন্দারা বাকি খরচ বহন করতে পারবে।

কিন্তু এই ধরনের সমাধানগুলোর জন্য, ওই স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসের নিরাপত্তার প্রয়োজন পরবে।এই
স্থানের বাসিন্দারা ২০০৮ এবং ২০১৯ সালে মোট দুইবার উচ্ছেদ প্রচেষ্টার মুখোমুখি হয়েছিল।

আর কোথাও যাওয়ার উপায় না থাকায় তারা গণআন্দোলন গড়ে তোলে। তারা পৌরসভার মেয়রের কাছে নিজেদেরকে উচ্ছেদ থেকে রক্ষা করার দাবি জানান।

মেয়র বাসিন্দাদেরকে উচ্ছেদ থেকে রক্ষা করে ওই স্থানে বিদ্যুৎ ও নিরাপদ সড়কের সুবিধা নিশ্চিত করেছেন।

শিল্পী ও তার সমাজের সকলের এখন বিশুদ্ধ, নিরাপদ পানির পরিষেবা প্রয়োজন। কারণ এটি একটি মৌলিক মানবাধিকার যা থেকে কেউই বাদ পরা উচিত নয়।

ইনক্লুসিভ আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার গবেষণা প্রকল্পটি নিম্ন আয়ের দেশের শহুরে অবকাঠামোর অবস্থা ও সবচেয়ে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের উপায় খুঁজে বের করে।

আরও জানতে ভিজিট করুন inclusiveinfrastructure.org